কলেজ গ্রন্থাগার
বর্ষ—১, সংখ্যা—২, ডিসেম্বর—২০২৪, পৃ. ৪৬-৫১

ডিজিটাল পরিবেশে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের পরিবর্তিত চাহিদা

পুলক রঞ্জন নস্কর
গ্রন্থাগারিক, বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজ,
৩৯, শংকর ঘোষ লেন, কোলকাতা—৭০০০০৬
E-mail : pulakranjannaskar@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ডিজিটাল যুগের অগ্রগতির ফলে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে চাহিদা ও প্রত্যাশায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা দ্রুত এবং সহজভাবে তথ্য পেতে চায়। এই গবেষণাপত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রভাব, গ্রন্থাগার ব্যবহারের পরিবর্তনশীল ধারা, এবং ব্যবহারকারীদের চাহিদার উপর এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুখ্যশব্দ: *ডিজিটাল গ্রন্থাগার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ব্যবহারকারীর চাহিদা, ভার্চুয়াল গ্রন্থাগার সেবা, ডিজিটাল দক্ষতা, অনলাইন রিসোর্স।*

১) ভূমিকা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) দ্রুত বিকাশের ফলে বিশ্বব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো ও কার্য প্রণালীতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আগের তুলনায় গ্রন্থাগারের উপাদানযেমন বই, পত্র-পত্রিকা, গবেষণাপত্র, ই-রিসোর্স ইত্যাদিআরও সহজে ও দ্রুত ব্যবহারকারীদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে তথ্য আহরণের প্রক্রিয়া যেমন স্বচ্ছন্দ হয়েছে, তেমনি গ্রন্থাগারের প্রচলিত ধ্যানধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে। অতীতে যেখানে ব্যবহারকারীরা গ্রন্থাগারে গিয়ে শারীরিকভাবে বই পড়তেন বা গবেষণা করতেন, এখন তারা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যেকোনো স্থান থেকে ডিজিটাল গ্রন্থাগারের সেবা গ্রহণ করছেন। এই প্রযুক্তিনির্ভর রূপান্তর শুধু তথ্যের প্রবাহকে গতিশীল করেছে না, বরং গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা, তথ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল, ও ব্যবহারকারীদের আচরণেও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। আজকের ব্যবহারকারীরা দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ও সহজলভ্য তথ্য পেতে আগ্রহী, এবং সেই প্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারগুলিও প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল সেবা, ই-রিসোর্স, ভার্চুয়াল রেফারেন্স ও রিমোট অ্যাক্সেস সুবিধা চালু করে তাদের পরিবর্তিত চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হচ্ছে।

১(১) গবেষণার উদ্দেশ্য

ক) ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের চাহিদার পরিবর্তন বোঝা।

© WBCLA

খ) নতুন প্রযুক্তি ও মাধ্যমগুলো কিভাবে তাদের তথ্য ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে সহজ করছে তা বিশ্লেষণ করা।

গ) গ্রন্থাগারে ডিজিটাল সেবা ও সংস্থান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা।

২) সাহিত্য পর্যালোচনা

সাম্প্রতিক গবেষণায় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের ডিজিটাল ব্যবহার ও নতুন সেবা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যবহারকারীরা এখন তাৎক্ষণিক তথ্য এবং ভার্চুয়াল সেবার দিকে বেশি আগ্রহী (Singh & Das, 2022)।

নেহরু লাইব্রেরি (CCSHAU, Hisar)-এর ডিজিটাল পরিষেবা ও আধুনিক ব্যবহারকারীর আচরণ নিয়ে কুমার ও সিং (২০২২) একটি বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা পরিচালনা করেছেন। গবেষণায় দেখা যায়, ব্যবহারকারীদের প্রায় ৯৮ ডিজিটাল লাইব্রেরি পরিষেবা সম্পর্কে সচেতন এবং তারা তথ্য পেতে ইলেকট্রনিক গ্যাজেট ব্যবহার করতে স্বচ্ছন্দ (Kumar & Singh, 2022)। এছাড়া, ICT ভিত্তিক পরিষেবাগুলি ব্যবহারকারীদের দ্রুত তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়েছে, ফলে লাইব্রেরির শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন কমেছে। লেখকরা মত দেন যে, ভবিষ্যতে উন্নত ই-সোর্স এবং ব্যবহারকারী প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল লাইব্রেরি আরও সমৃদ্ধ করা উচিত (Kumar & Singh, 2022)।

ই-বুক, অনলাইন জার্নাল এবং অন্যান্য ডিজিটাল রিসোর্সের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা গ্রন্থাগার সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ডিজিটাল আর্কাইভগুলো এই পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে কাজ করছে (Ray, 2021)।

বর্তমানে একাডেমিক গ্রন্থাগারগুলি প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট, যেখানে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে আরও বেশি প্রযুক্তি-নির্ভর হয়ে উঠছে (Aslam, 2021)। ডিজিটাল ক্যাটালগ, রিমোট অ্যাক্সেস, ও তথ্য ব্যবস্থাপনার নতুন কৌশলগুলি গ্রহণে দক্ষতা অর্জন আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রযুক্তিগত রূপান্তরের সাথে মানিয়ে নিতে মানসিক অভিযোজন এবং প্রশিক্ষণের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ (Aslam, 2021)।

গ্রন্থাগারে ভার্চুয়াল রেফারেন্স সেবা বৃদ্ধির ফলে ব্যবহারকারীরা অনলাইন যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের তথ্য সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন (Kumar, 2020)।

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিস্তারের প্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবার জগতে উদীয়মান টেকনোলজিগুলো যেমন RFID, QR কোড, ওয়েব-স্কেল ডিসকভারি, ওপেন অ্যাক্সেস, ই-রেফারেন্স ও মোবাইল ভিত্তিক সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। এছাড়া, AI, মেশিন লার্নিং, IoT, AR/VR, ক্লাউড ও ব্লকচেইন প্রযুক্তির প্রয়োগ গ্রন্থাগারিককে 'Smart Librarian' বা স্মার্ট পেশাজীবী হিসেবে রূপান্তরের পথপ্রদর্শন করছে (Hasan, n.d.)।

© WBCLA

ডিজিটাল যুগে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তারা কেবল তথ্য সংগ্রহের রক্ষক নয়, বরং ডিজিটাল জ্ঞানের সেবক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহার করে গ্রন্থাগারিকেরা এখন ডিজিটাল রিসোর্স ব্যবস্থাপনা, ই-ডেটাবেস এবং অনলাইন পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে পাঠকদের চাহিদা পূরণ করছেন (Ashikuzzaman, n.d)। এই পরিবর্তনের ফলে পেশাজীবীদের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এছাড়া গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক ও তথ্যসেবায় নেতৃত্বদানের সক্ষমতাও গুরুত্ব পাচ্ছে। তাই, ডিজিটাল পরিবেশে টিকে থাকতে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের ক্রমাগত রূপান্তর অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (Ashikuzzaman, n.d)

৩) গবেষণার পদ্ধতি

এই প্রবন্ধে গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের পরিবর্তিত চাহিদা এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবহারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি পদ্ধতিগত পর্যালোচনা (Systematic review) পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন পিয়ার-রিভিউড গবেষণাপত্র, অনলাইন রিসোর্স, এবং গবেষণামূলক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (Content analysis) কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলোকে নির্ধারিত থিম অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণাটি পরিসংখ্যানভিত্তিক (Quantitative) নয়, বরং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের আচরণ, প্রত্যাশা এবং ডিজিটাল সেবার দিকে ঝোঁকের মতো গুণগত দিকগুলো ব্যাখ্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে মিক্সড পদ্ধতির (Mixed Method) মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের মতামত ও পরিসংখ্যানিক উপাত্ত একত্রে বিশ্লেষণের সুযোগ রেখে গবেষণার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

৪) আলোচ্য বিষয়

ডিজিটাল লাইব্রেরির মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা এখন যেকোনো সময় যেকোনো জায়গা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সহজেই পেতে পারেন। এর ফলে ব্যবহারকারীরা তাদের সময়ের মূল্যায়ন করেন এবং তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী তথ্য খুঁজে পেতে চান। বর্তমানে, গ্রন্থাগারের প্রধান পরিবর্তিত চাহিদাগুলি হলো:

৪(১) ডিজিটাল অ্যাক্সেসের চাহিদা ও সুবিধা

ডিজিটাল গ্রন্থাগার সেবার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন রিসোর্স দ্রুত ও সহজে খুঁজে পেতে সক্ষম হচ্ছেন, যা সময় বাঁচায় এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, অনলাইন ডাটাবেস ও ই-বুক সংগ্রহ ব্যবহারকারীদের জন্য খুবই উপকারী হয়ে উঠেছে। যেমন— NLIST (Brown, 2019)।

© WBCLA

ডিজিটাল যুগে গ্রন্থাগারের উপাদানগুলোতে বৈচিত্র্য এবং সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক গবেষণাপত্রে এই পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, চৌধুরী (২০১৮) দেখিয়েছেন যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কারণে ব্যবহারকারীদের দ্রুত তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। (চৌধুরী, ২০১৮)

একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭৫% ছাত্র-ছাত্রী NLIST ব্যবহার করেছেন (UGC Report, 2021)।

৪(২) ই-বুক ও ই-রিসোর্সের প্রাপ্যতা

শারীরিক বইয়ের পরিবর্তে ডিজিটাল রিসোর্স ব্যবহারের প্রবণতা

(ক) ই-বুক এবং অনলাইন ম্যাগাজিনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সহজেই তাদের পছন্দের বিষয়বস্তু পড়তে পারছেন। এর ফলে, গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে (Wilson, 2021)।

(খ) ALA (American Library Association)-এর এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২০ সালে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের প্রায় ৬৩ শতাংশ ই-বুক পরিষেবার প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন।

(গ) ই-বুক এবং অনলাইন পত্রিকার সহজলভ্যতা গ্রন্থাগার ব্যবহারে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ব্যবহারকারীরা অনলাইনে বই ও অন্যান্য তথ্য পেতে পারেন, যা শারীরিক গ্রন্থাগারের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করছে। বিশ্বাস (২০১৯) উল্লেখ করেছেন, 'ডিজিটাল গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের পরিসীমা প্রসারিত হয়েছে'। (বিশ্বাস, ২০১৯)

৪(৩) ভার্চুয়াল রেফারেন্স সেবা এবং লাইব্রেরিয়ানের ভূমিকা

(ক) ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমে লাইব্রেরিয়ানরা ব্যবহারকারীদের সহায়তা করতে সক্ষম হচ্ছেন। IFLA-এর একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ভার্চুয়াল রেফারেন্স সেবার ব্যবহার ৪৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি একটি তাতণিক এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব সেবা, যা বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটাতে কার্যকর (Ahmed, 2020)।

(খ) গ্রন্থাগারের ভার্চুয়াল সেবা বৃদ্ধি পাওয়ায়, ব্যবহারকারীরা যেকোনো সময় যেকোনো জায়গা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সহজেই পেতে পারেন। বারণ ও বলবলা (২০২০) দেখিয়েছেন, ভার্চুয়াল লাইব্রেরি পরিষেবার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা দ্রুত তথ্য খুঁজে পেতে সক্ষম হচ্ছেন। (বারণ ও বলবলা, ২০২০)

৫) চ্যালেঞ্জসমূহ

৫(১) যুক্তিগত চ্যালেঞ্জ

ডিজিটাল রিসোর্স পরিচালনা এবং ব্যবহারকারীর প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে অনেক গ্রন্থাগার নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে (Jones, 2020)।

© WBCLA

সমাধান: নিয়মিত ডিজিটাল লিটারেসি ওয়ার্কশপ ও ব্যবহারকারীদের জন্য ই-রিসোর্স ব্যবহারের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি 'User Orientation Program' আয়োজন করে থাকে যা নতুন ব্যবহারকারীদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

৫(২) কপিরাইট ও তথ্যের গোপনীয়তা

তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখা এবং কপিরাইট সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে গ্রন্থাগারগুলিকে কঠোর নীতিমালা অনুসরণ করতে হচ্ছে।

সমাধান: গ্রন্থাগারগুলিকে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারে স্পষ্ট লাইসেন্সিং চুক্তি গ্রহণ ও ব্যবহারকারীদের কপিরাইট সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নির্দেশিকা প্রদান করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, INFLIBNET ও DELNET বিভিন্ন ওপেন-অ্যাক্সেস রিসোর্স সরবরাহ করে যেখানে কপিরাইট ঝুঁকি তুলনামূলক কম।

৫(৩) অতিরিক্ত বাজেট প্রয়োজনীয়তা

ডিজিটাল সেবা এবং পরিকাঠামো উন্নত করতে অতিরিক্ত বাজেট প্রয়োজন, যা অনেক গ্রন্থাগারের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে।

India Statistical Institute-এর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগারের ৬৮% ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান পায় না।

সমাধান: সরকারি ও বেসরকারি অনুদান প্রকল্প, CSR (Corporate Social Responsibility) তহবিল এবং প্রতিষ্ঠানিক সহায়তা সংগ্রহ করে এই বাজেট সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "Digital Library Initiative" প্রকল্পের আওতায় কিছু কলেজ লাইব্রেরি উন্নত প্রযুক্তি ও ই-সোর্স পেয়েছে।

৬) উপসংহার

ডিজিটাল যুগে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের চাহিদা পরিবর্তিত হয়েছে। ব্যবহারকারীদের চাহিদা মেটাতে ডিজিটাল রিসোর্স, অনলাইন সেবা, এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর জোর দিতে হবে। এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যগুলো ডিজিটাল যুগে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বোঝার জন্য সহায়ক হতে পারে। ডিজিটাল যুগে গ্রন্থাগারের পরিবর্তিত ভূমিকা ও ব্যবহারকারীদের পরিবর্তিত চাহিদার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সেবা উন্নত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণ করতে সহায়ক। তবে, এই নতুন ডিজিটাল মাধ্যমগুলোতে দক্ষতার ঘাটতি, কপিরাইট সমস্যা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

© WBCLA

৭) সুপারিশ

ক) গ্রন্থাগারের ডিজিটাল রিসোর্সগুলিকে আরও উন্নত করতে হবে।

খ) ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) কপিরাইট ও গোপনীয়তা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) ডিজিটাল রিসোর্স বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

Ahmed, R. (2020). Virtual reference services in digital libraries. *Journal of Library Services*, *15*(2), 123-135.

Ashikuzzaman, M. (n.d.). Changing Role of Library Professionals in Digital Environment. *Library & Information Science Education Network (LISEdu Network).* Retrieved from: https://www.lisedunetwork.com/changing-role-of-library-professionals-in-digital-environment/

Aslam, M. (2021). Changing behavior of academic libraries and role of library professionals. *Journal of Advances in Science and Research for Academic Excellence* (JASRAE). Retrieved from: https://ignited-in.translate.goog/index.php/jasrae/article/view/12851/25506

Hasan, N. (n.d.). *Emerging Trends & Technologies in Library & Information Services (ETTLIS)*. SWAYAM (ARP20_AP28), Indian Institute of Technology Delhi.

Johnson, M. (2023). The impact of ICT on library services. *Information Science Today, 12*(1), 45-58.

Kumar, A. & Singh, J. (2022). Digital library initiatives of Nehru Library, CCSHAU, Hisar and behavioural approaches of new generation library users: A Study. *IP Indian Journal of Library Science & Information Technology, 7*(1), 59-66. Available at : 10.18231/j.ijlsit.2022.011

Kumar, R. (2020). The impact of digital transformation on library services. *Indian Journal of Library and Information Science, 10*(1), 15-27.

Ray, S. (2021). Changing user needs in the context of digital libraries. *Bangladesh Journal of Library and Information Science, 12*(3), 23-34.

Singh, A., & Das, B. (2022). *Digital Libraries and User Needs in the Information Age*. Kolkata: Knowledge Publishers.

চৌধুরী, এ. (২০১৮). *ডিজিটাল যুগে গ্রন্থাগার ব্যবহারের পরিবর্তন.* কলকাতা: গ্রন্থাগার প্রকাশনী.

বারণ, প., এবং বলবলা, র. (২০২০). *ডিজিটাল গ্রন্থাগার ও তার চ্যালেঞ্জ.* মুম্বাই: আধুনিক প্রকাশনী.

বিশ্বাস, স. (২০১৯). *গ্রন্থাগার ব্যবহারে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রভাব.* ঢাকা: নতুন বই প্রকাশ.

© WBCLA